যুগান্তর

তারিখ 09 DEC 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ করতে সফটওয়্যার আইডিয়া

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা নিয়োগ— সব ধরনের পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস এখন যেন নিত্যদিনের ব্যাপার। অনেক আইন করে, শাস্তি দিয়েও তা বন্ধ করা যাচ্ছে না। তবে চাইলেই এখন প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ করা সম্ভব। এমনটিই বিশ্বাস বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজির কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী মো. আল-আমিনের।

বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. সাইফুর রহমানের তত্ত্বাবধায়নে আল-আমিন প্রায় এক বছর পরিশ্রম করে বিএসসির কাজ হিসেবে উদ্ভাবন করেছেন 'কোয়েশ্চেন সেটার' নামের একটি সফটওয়্যার। এটি ব্যবহার করে মাত্র ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ডে তৈরি করা যাবে প্রশ্নপত্র। র‍্যান্ডমলি প্রশ্নপত্র তৈরি হওয়ায় পরীক্ষায় কোন প্রশ্নগুলো থাকবে তা এক মিনিট আগেও কারও পক্ষে জানা সম্ভব হবে না। পরীক্ষা শুরু হওয়ার অল্প সময় আগে প্রশ্নপত্র তৈরি করে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে দিয়ে দেয়া যাবে।

রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বুধবার শুরু হওয়া চার দিনব্যাপী ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের তৃতীয় দিন শুক্রবার বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজির স্টলে গিয়ে 'কোয়েশ্চেন সেটার' সফটওয়্যারের কাজ দেখা যায়।

কীভাবে কাজ করবে এ সফটওয়্যার আল-আমিন বললেন, 'আগে থেকে সিলেবাস ও লেআউট দিয়ে রেখে প্রশ্নপত্র তৈরির সময় শুধু পরীক্ষার নাম, বছর, ক্লাস ও বিষয় ইনপুট দিয়ে জেনারেট কোয়েশ্চেন বাটন চাপতে হবে।'

আল-আমিন বলেন, 'এই সফটওয়্যারে সিলেবাস, মানবণ্টন দেয়ার ব্যবস্থা আছে। কয়টা প্রশ্ন আসবে— এমসিকিউ, সৃজনশীল কয়টা; সেগুলো আলাদাভাবে সেট করে দেয়া যাবে। সিলেবাসে যতগুলো প্রশ্ন থাকবে, সব ডাটাবেজে এন্ট্রি থাকবে। এ সফটওয়্যার ওই সব প্রশ্ন থেকে র‍্যান্ডমলি এক সেট প্রশ্ন করবে। এ সফটওয়্যারে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে সময় লাগে ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ড। প্রশ্নপত্র তৈরি আমাদের এ সফটওয়্যারের প্রধান কাজ। এ ছাড়া আরও দুটি কাজ রয়েছে— রেজাল্ট তৈরি ও উপস্থিত নির্ণয়।'

তিনি আরও বলেন, 'তাই যখন পরীক্ষা তার ঠিক আগ মুহূর্তে প্রশ্নপত্র তৈরি করে পরীক্ষার হলে দিয়ে দেয়া যাবে। এ সফটওয়্যার ব্যবহার করে চাকরি, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, বিভিন্ন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সহ সবধরনের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করা যাবে।'

আল-আমিন বলেন, বিভিন্ন স্কুল-কলেজে শিক্ষকরা বিভিন্ন কোচিংয়ে পড়ান বা প্রাইভেট পড়ান। তাদের কাছে না পড়লে দেখা যায় শিক্ষার্থীরা ভালো ফল করে না। যারা পড়তে যায় না, তারা অনেক সময় ফেলও করে। যারা পড়তে যায় তাদের সংক্ষিপ্ত সাজেশন দিয়ে দেয়। ওইটুকু পড়েই ওই শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট বা কোচিং করা শিক্ষার্থী পাস করে যায়। এটা সম্ভব হয়, কারণ শিক্ষকরা প্রশ্নপত্র তৈরি করে সে জন্য।

'বর্তমানে পরীক্ষা হলেই প্রশ্নপত্র ফাঁস। আর স্কুল-কলেজে যারা পড়াশোনা করে, তাদের যতগুলো বিষয় থাকে ততগুলো শিক্ষকের কাছে দৌড়াতে হয়। এ সমস্যাগুলো থেকে রক্ষা করার জন্যই সফটওয়্যার তৈরির চেষ্টা,' বলেন আল-আমিন।

প্রিয়.কম অবলম্বনে **আইটি ডেস্ক**